থাকে, তাহা হইলে "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্"— এইরূপ উদাহরণে ভেদ উল্লেখ করিতে শ্রীভগবানের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব স্বরূপতঃই ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান নির্গুণ। এইজন্যই 'সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসং। তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ং ॥ ১১।২৫।২৯ শ্লোকে "ত্বং"-পদার্থ অনুচৈতন্য জীবস্বরূপের অনুভবজনিত যে সুখ, সেটি সাত্ত্বিক, বিষয়ানুভবজনিত সুখ রাজস, মোহ ও দৈন্য হইতে উত্থিত সুখ তামস। আমার অনুভবজনিত সুখ কিন্তু নির্গুণ। এস্থল ভগবদনুভবজনিত সুখের নির্গুণত্ব পরে বলা হইবে। এইপ্রকার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণা ক্রিয়ারূপাভক্তিরও নির্গুণত্বই বুঝিতে হইবে। যেহেতুক "শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব কথা-রুচিঃ। স্যান্মহৎ সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবনাৎ॥ ১।২।১৬ শ্লোকে শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন—হে বিপ্রগণ! পুণ্যতীর্থের সেবা করিলে প্রায়শঃ মহতের সঙ্গলাভের সম্ভাবনা হইতে পারে। সেই মহতের সঙ্গ হইতে মহৎ-মুখোচ্চারিত হরিকথা শ্রবণে ইচ্ছার উদ্গম্ হয় এবং সেই হরিকথা শ্রবণ করিলে সেই সকল মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্গম্ হইয়া থাকে ও তাঁহাদের সেবা করিবার সৌভাগ্যও ঘটিয়া থাকে। সেই সকল মহাপুরুষের সেবা করিলে বাসুদেবকথায় রুচির উদয় হয়। এইপ্রকার উক্তির দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে—শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিবার প্রবৃত্তির হেতু একমাত্র সৎসঙ্গ ; অথচ সেই সৎসঙ্গটিও নির্গুণ। এইজন্য ভগবদ্ভক্তিও যে নির্গুণা, সে বিষয়ে সংশয় করিবার কোনই অবসর থাকিতে পারে না। এস্থলে কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে—ব্রহ্মজ্ঞানও তো শ্রীভগবৎপ্রসাদ হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে; যেহেতু সত্যব্রত মহারাজের প্রতি শ্রীমৎস্যদেব ৮।২৪।৩৮ শ্লোকে বলিয়াছেন—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥" আমার মহিমা অর্থাৎ মহত্ত্বই (বিভুত্ব) পরমব্রহ্ম শব্দে অভিহিত এবং সেই তত্ত্বটি আমাকর্ত্তৃক অনুগৃহীত। তুমি সম্যক্ প্রশ্নসমূহের দ্বারা বিস্তারিত ভাবে নিজহৃদয়ে অনুভব করিতে পারিবে। অতএব, সেই ব্রহ্মজ্ঞানেরও সগুণত্ব কিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যেহেতু সৎসঙ্গ হইতে বা সৎকৃপা হইতে উত্থিত বলিয়া ক্রিয়ারূপা সাধন-ভক্তি যদি নির্গুণা হয়, তাহা হইলে ভগবৎ কৃপায় আবির্ভূত ব্রহ্মজ্ঞান নির্গুণ হইবে না কেন? অর্থাৎ সাধুসঙ্গ যেমন নির্গুণ, শ্রীভগবৎ কৃপাও তেমনি নির্গুণা। অতএব নির্গুণা ভগবৎকৃপা হইতে উত্থিত ব্রহ্মজ্ঞানও নির্গুণই হইবে। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—